নির্বাচন কমিশন বার্তা

web : www.ec.org.bd

৭ম বর্ষ | ২৬তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৬

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে ৬ পর্বে মোট ৪১০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ পর্বের নির্বাচনে ৭৬.৫২% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ২০৭টি ইউনিয়ন পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। ফলাফল ঘোষিত ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২৬৫২, বিএনপি -৩৬৭, জাতীয় পার্টি -৫৬, জাতীয় পার্টি-জেপি -৪, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ -৮, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-৩, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-১, জাকের পার্টি -১ এবং স্বতন্ত্র ৮৮৯টি চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করে। কেন্দ্র দখল করতে আসা সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শতশত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ভোটার এবং ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের জানমালের নিরাপত্তা ও সরকারি মালামাল রক্ষার্থে রাষ্ট্রীয় কাজে বাধাদানকারী এ সন্ত্রাসীদের কঠোরভাবে দমন করাই ছিল কমিশনের নির্দেশ। যখন যেখানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং যারাই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নির্বাচনি কর্মকর্তাদের বদলি, প্রত্যাহার ও বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছে। কয়েকজনকে নির্বাচনি এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ

এ সংখ্যায় যা আছে

- *কভার স্টোরি - ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬*
- *বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ*
- *নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি*
- *CSSED প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি*
- *আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (IDEA) প্রকল্প*
- *তথ্য প্রযুক্তি*
- *শোক সংবাদ*
- *ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ (ERC) প্রকল্প*
- *পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন*

স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র করে পরিচয় দেব গর্বভরে

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর এ প্রেক্ষাপটেই নির্বাচন কমিশন ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে যেসব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপযোগী হবে, সেরকম ৪২৭৫ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১১ ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ প্রথম ধাপের ৭৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ করে স্থানীয়ভাবে নির্বাচনের তফসিল জারির জন্য জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করে। এভাবে ১১ ই ফেব্রুয়ারি হতে ৪ জুন ২০১৬ সময়ে মোট ৬টি ধাপে ৪২৭৫ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়। পরবর্তীতে সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন কারণে কিছু ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সময়সূচি অনুযায়ী করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রতিটি পর্যায়ে পর্যাপ্ত

প্রতিটি ধাপের নির্বাচনের পর নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ নির্বাচনোত্তর সংবাদ সংম্মেলনে জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কোন ত্রুটি করেনি নির্বাচন কমিশন। এজন্যই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন হতে সার্বক্ষণিক নির্বাচন মনিটরিং করা হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত খবরও মনিটরিং করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের মনিটরিং এবং সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, এবারের

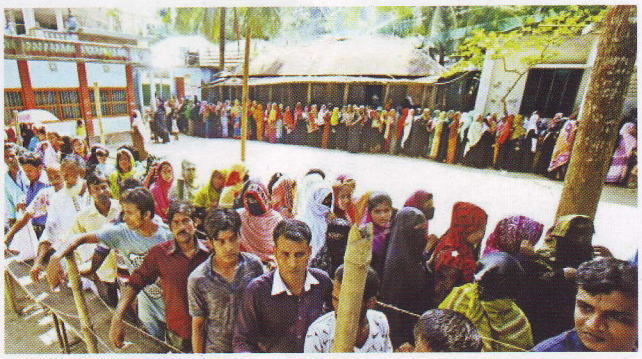

উৎসবমুখর পরিবেশে শরিয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়নে ভোটগ্রহণ চলছে

প্রথম পাতার পর-

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের একটি লক্ষ্যণীয় দিক হলো ব্যাপক নারী ভোটারের উপস্থিতি। প্রতিটি পর্যায়ের নির্বাচনেই ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে বিশেষ করে নারী ভোটারদের। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ব্যাপক সংখ্যক ব্যালট পেপার মুদ্রণ ও নির্বাচনি এলাকায় যথাসময়ে তা পাঠানো। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ব্যালট পেপর মুদ্রণ করতে হয়েছে। কমিশনের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন কারণে কোর্টের আদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। এতে করে একদিকে যেমন অনেক ব্যালট পেপার নষ্ট হয়েছে, আবার একেবারে শেষ মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ার কারণে ব্যালট পেপার মুদ্রণ ও পাঠানো ছিল কষ্টসাধ্য। সারারাত ধরে মুদ্রণের কাজ করতে হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ২২ মার্চ ৭২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৪.৭৭%। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১মার্চ ৬৪৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৯.০৮%। ৩য় পর্যায়ে ২৩ এপ্রিল ৬১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৬.৮১%। ৪র্থ ধাপে ৭ মে তারিখে ৭০৩টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এতে ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৭.০৯%। ৫ম ধাপে ২৮মে তারিখে ৭১৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৫ম ধাপে ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৬.৬১%। ৬ষ্ঠ ধাপে ৪জুন ২০১৬ তারিখে ৬৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এতে ভোট প্রদানের হার ছিল ৭৪.৮৯%।

বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু হাফিজ ২২-২৪ জুন ২০১৬ "2016 Biennial Conference of the Commonwealth Electoral Network (CEN)" এ যোগদানের জন্য ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো সফর করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোঃ জাবেদ আলী ২১-২৪ জুন ২০১৬ "UK International Visitors Programme-EU Referendum, June 2016 and to observe the UK Referendum" এ যোগদানের জন্য যুক্তরাজ্য সফর করেন। এছাড়া জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুজ্জামান মোঃ সালেহ উদ্দিন, মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ ১৭-২২ জুন ২০১৬ "Smart Card and Hologram production factory and to attend a coordination meeting with the high officials of Oberthur Technologies" এ যোগদানের জন্য ফ্রান্স সফর করেন।

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

এপ্রিল হতে জুন, ২০১৬ সময়ে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মধ্যে ১০টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ১,১৭২ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং ২,০৪৪ জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Election Management System (EMS), Candidate Information Management System (CIMS) & Result Management System (RMS) Software বিষয়ে প্রশিক্ষণ এনআইএলজি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৪টি ব্যাচে ৩৬২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে ৩য় হতে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে মোট ১,৮৪,৯৮৭ জন প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৩,১২,২৮১ জন পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত ইউনিয়নসমূহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৫৩জন জুডিসিয়াল ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের ৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমন, যুগ্মসচিব (আইন), উপসচিব (আইন)।

ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে রিটার্নিং অফিসার ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT)" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ২৪-২৭ এপ্রিল, ২০১৬ (৬ষ্ঠ পর্যায়) পর্যন্ত মোট ৮ (আট) টি ব্যাচে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য বিভাগ/দপ্তরের মোট ২৪২ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, যুগ্মসচিব, মহাপরিচালক-ইটিআই, উপসচিব এবং পরিচালকগণ ।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচনি বিধি-বিধান এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৫(পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১২-১৬ জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ০১ (এক) টি ব্যাচে ২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। প্রশিক্ষক হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, মহাপরিচালক ইটিআই, উপসচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং পরিচালক ইটিআই দায়িত্ব পালন করেন।

CSSED প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা এন্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস্ ফর ইলেক্টোরাল ডাটাবেইজ (CSSED) প্রকল্প ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮৭৯.৩৮ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৭৫.৪৮%। অনুমোদিত ডিপিপি (৪র্থ-সংশোধনী) অনুযায়ী সিএসএসইডি প্রকল্পের আওতায় ৩৯৪টি উপজেলা, ১০টি থানা, ৫৪টি জেলা ও ৯টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন ভবন ক্রয়/নির্মাণ; এবং প্রতিটি জেলা ও আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনে গাড়ীর গ্যারেজ ও বাউন্ডারি ওয়াল (যেখানে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি) ও বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৬।

নির্মাণাধীন উপজেলা/ থানা/ জেলা/ আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনের হালনাগাদ তথ্যাদি ও অগ্রগতি (জুন-২০১৬ পর্যন্ত) নিম্নরূপঃ

১। উপজেলা সার্ভার স্টেশনঃ ৩৯৩টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি (দিরাই) মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায়।

২। থানা সার্ভার স্টেশনঃ ১০টি থানা সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ২টি নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৭টির জন্য বাণিজ্যিক ফ্লোর স্পেস ক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি (টঙ্গী) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত বহুতল ভবনে স্পেস সংস্থান প্রক্রিয়াধীন।

৩। জেলা সার্ভার স্টেশনঃ ৫১টি জেলা সার্ভার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ১টি (জামালপুর) নির্মাণ কাজ চলমান, আশা করা যায় সেপ্টেম্বর-২০১৬ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট ২টি (মাদারীপুর ও গাজীপুর) সার্ভার স্টেশন এর জন্য জেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত বহুতল অফিস ভবনে স্পেস সংস্থান প্রক্রিয়াধীন। ১টি কক্সবাজার) ৪র্থ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে ইন্সপেকশন বাংলো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪। আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনঃ ৯টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ১টি (চট্টগ্রাম) ৪র্থ তলা উর্ধ্বমুখী সম্পসারণ করে নতুন ৩টি থানা সার্ভার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান। আশা করা যায় সেপ্টেম্বর-২০১৬ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

৫। গ্যারেজ নির্মাণঃ ৯টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ৩টি (সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ)-তে গ্যারেজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৪টি (ফরিদপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও বরিশাল)-তে নির্মাণ কাজ চলমান। ৫৪টি জেলা সার্ভার স্টেশনের মধ্যে ১৯টিতে গ্যারেজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ২৬ টিতে নির্মাণ কাজ চলমান, ২টি (নাটোর ও নেত্রকোনা)- তে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। আশা করা যায় সেপ্টেম্বর-২০১৬ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এন্হ্যান্সিং এক্সেস টু সার্ভিসেস (IDEA) প্রকল্প

নির্বাচন কমিশনের ভোটার ডাটাবেস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের শনাক্ত করে থাকে। এজন্য তাদেরকে নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। তথ্যের সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত বিষয়ে এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ০৮ (আট) টি ব্যাংক, ১০ (দশ) টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়াও দেশব্যাপী একই পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচিতি সেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ১০টি অঞ্চলে ১০টি কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জু-লাই-জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৫,৩০৩.২২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৭.৭৪%। এ পর্যন্ত মোট ৫৮টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং NID verification service প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে Vertual Private Network (VPN) এর জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভোটার ডাটাবেজ হতে ভোটারের তথ্য যাচাইয়ের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এছাড়াও 10 finger print scanner এর জন্য দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতি শীঘ্রই তা বিতরণের পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি কমিশনের নিকট উপস্থাপন করা হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন ২০১৬ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ হতে ওয়েব বেইজড Result Management System (RMS) সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সফ্টওয়্যার ব্যবহার করেই বিভিন্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান পদের ফলাফল সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এই সফ্টওয়্যার দ্রুততার সাথে একীভূত ফলাফল প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রমে অধিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ কর্তৃক "অফিস পরিদর্শন রিপোর্ট" নামক একটি সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে সচিবালয়, মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ এবং নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তাদের নিজ অফিস এবং অধীনস্থ অফিসসমূহ সচিবালয় নির্দেশমালা মোতাবেক নির্ধারিত সময় পর পর পরিদর্শন করছেন এবং অফিস পরিদর্শন রিপোর্ট সফ্টওয়্যারে এন্ট্রি দিচ্ছেন। এ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ, উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারছেন।

শোক সংবাদ

খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব মোঃ বজলুর রহমান ৩ মে ২০১৬ দূরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং এর মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। জনাব মোঃ বজলুর রহমান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ১৯৯০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নির্বাচন অফিসার হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি কুমিল্লা, ঢাকা, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া জেলায় জেলা নির্বাচন অফিসার হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মাদারীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একপুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ (ERC) প্রকল্প

নির্মাণাধীন ইটিআই ভবন

ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের অধীন ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার (নির্বাচন কমিশন ভবন) এবং ইলেকটোরাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫৪৮৪.৫২ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৯৬.৮৩%।

এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ১২তলা বিশিষ্ট ইটিআই ভবনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই ভবেনের বাইরের এলাকা বন্ডের কাজ, এ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল, থাই এ্যালুমিনিয়াম জানালা ও স্যানেটারীর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইলেকট্রো মেকানিক্যাল (ইএম) এর কাজ শুরু হয়েছে এবং লিফট সংগ্রহ কাজে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। অক্টোবর ২০১৬ এর মধ্যে ইটিআই ভবেনর কাজ সম্পূর্ণ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসিবি ভবনের সকল স্ট্রাকচারাল কাজ শেষ হয়েছে। এই ভবনের সকল ফ্লোরের টাইলসের কাজ প্রায় শেষ। ইটের দেওয়াল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ভবনের সামনের এবং পিছনের সৌন্দর্যবর্ধনমূলক ঢালাই প্রায় শেষ। এছাড়া, গ্যালারি নির্মাণ কাজ শেষ, সিঁড়ির কাজ চলছে। ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে সকল কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

নির্মাণাধীন নির্বাচন কমিশন ভবন

পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-১০টি

২৫ মে, ২০১৬ তারিখে ঘোড়াশাল, রায়পুরা (নরসিংদী), লক্ষ্মীপুর (লক্ষ্মীপুর), কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নোয়াখালী, সেনবাগ (নোয়াখালী), ছাগলনাইয়া (ফেনী), টেকনাফ (কক্সবাজার) ও রামগড় (খাগড়াছড়ি) পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ৭টি পৌরসভায় জয়লাভ করেন এবং রায়পুরা (নরসিংদী) ও রামগড় (খাগড়াছড়ি) পৌরসভায় স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় লাভ করেন। এছাড়া নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল পৌরসভায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোঃ শরীফুল হক ৫৮,২৭২ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীকে ৩৮,৭৮৯ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর পৌরসভায় মেয়র পদে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের

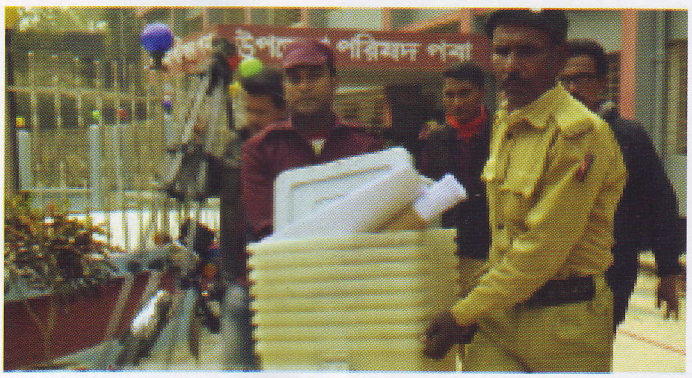

নির্বাচনি মালামাল ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

মনোনীত প্রার্থী আবু তাহের ৬২,৮৮৭ ভোটের মধ্যে ৩৩,৩৩২ ভোট পান। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা পৌরসভায় মেয়র পদে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোঃ এমরান উদ্দিন। তিনি ২৫,৮৭১ ভোটের মধ্যে পান ১৮,৪৮৫ ভোট। নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী পৌরসভায় এবারের ভোটে মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ প্রার্থী শহিদ উল্যাহ খাঁন। তিনি ৬৬,১৩৩ ভোটের মধ্যে ২৮,৪৩২ ভোট পান। একই জেলার সেনবাগ পৌরসভায়ও জয় পায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোঃ আবু জাফর টিপু। তিনি ১৩,৬২৯ ভোটের মধ্যে পান ৩,৮৯০ ভোট। একইভাবে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভায়ও জয় আসে আওয়ামী লীগের। এখানে মোহাম্মদ মোস্তফা নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩১,৪০৯ ভোটের মধ্যে ১৭,৫৭৪ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। নরসিংদীর রায়পুরা পৌরসভায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ জামাল মোল্লা যার প্রতীক ছিল মোবাইল ফোন ২৩,৫৯৪ ভোটের মধ্যে ৮,৯৫১ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। আর খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজাহান যার প্রতীক ছিল মোবাইল ফোন ১৮,২৭৩ ভোটের মধ্যে ৫,২৩৪ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

এদিকে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পৌরসভায়ও জয় পায় আওয়ামী লীগ। এখানে মোহাম্মদ ইসলাম ১৩,৩১৪ ভোটের মধ্যে ৯,৬০৯ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। পাবনা জেলার আটঘরিয়া পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ০৪ জুন ২০১৬। এতে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোঃ শহিদুল ইসলাম রতন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। ১২ ওয়ার্ড (৯টি সাধারণ ও ৩টি সংরক্ষিত) বিশিষ্ট এ পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা হল ১০,৮৫৪ জন। এবারের নির্বাচনে ৯টি সাধারণ ওয়ার্ডের বিপরীতে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন ২৮ জন প্রার্থী। আর ৩টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন ১০ জন।

পৌরসভা উপ-নির্বাচনঃ ২টি

(ক) ০৪ জুন, ২০১৬ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২২৪৮ ভোটারের এ ওয়ার্ডে ৬৬৪ ভোট পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ তরফদার। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ ফরহাদ হোসেন পেয়েছেন ৬১৯ ভোট। একই দিন মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬৬৪৫ ভোটারের এ আসনে ২০৭৫ ভোট পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন মোঃ উজ্জ্বল হোসেন। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পান ১০৯১ ভোট।

(খ) পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনে পুনঃভোটগ্রহণঃ

৯ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে নোয়াখালী জেলার কবিরহাট পৌরসভার সংরক্ষিত ও সাধারণ ওয়ার্ডের ০৪ টি কাউন্সিলর পদের বন্ধ ঘোষিত দু'টি ভোট কেন্দ্রের ইন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলীপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনঃভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা : এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ); ই-মেইল asad.bec@gmail.com
নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, ব্লক-৫-৬, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৮০৮১২, ফ্যাক্স : ৯১২৯৭৭৩, web : www.ec.org.bd